2.2.5. সুবিধা (Advantages)

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

1. **নির্ভরযোগ্য ও নৈর্ব্যক্তিক কৌশল:** এই পদ্ধতিটি শ্রেণিকক্ষের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও শিক্ষণের ভাষাভিত্তিক আচরণকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্লেষণকৃত ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এটি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করার এক নির্ভরযোগ্য নৈর্ব্যক্তিক কৌশল।
2. **আচরণের ধারা ও নমুনা নির্ণয়:** ফ্ল্যানডার্স-এর এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষণমূলক আচরণের ধারা ও নমুনা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।
3. **ঘটনার পর্যবেক্ষণ:** পর্যবেক্ষকের কাজ শ্রেণিকক্ষের বিশৃঙ্খলহীন স্থানে বসে শিক্ষকের শিক্ষণকৃত আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা। এই পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে কী ঘটনা ঘটছে তা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ও বিশ্লেষিতভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

4. **আচরণের অনুশীলন:** এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক গতানুগতিক শিক্ষণ জানা নেই, এমন অনেক নতুন কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণমূলক আচরণ শিখতে এবং অনুশীলন করতে পারে।
5. **শিক্ষকের আচরণ পর্যবেক্ষণ:** ফিডব্যাকের কার্যকারণ উপকরণ হিসেবে, এটি শিক্ষণের কাঙ্ক্ষিত প্যাটার্ন অর্জনে এবং একজন শিক্ষকের শিক্ষণমূলক আচরণের পরিদর্শনে সাহায্য করে।
6. **অভাব পূরণ:** এই পদ্ধতিতে অণুশিক্ষণের কার্যাবলি সম্পাদিত হয় এবং দলগত শিক্ষণও পড়ে। সুতরাং বলা যায় যে এই পদ্ধতি অণুশিক্ষণ এবং দলগত শিক্ষণ ইত্যাদির মতো প্রশিক্ষণ কৌশলের অভাব পূরণ করে।
7. **গবেষণার কাজ সম্পাদন:** এই পদ্ধতি শিক্ষণ, শিক্ষক আচরণ, শিক্ষকদের কর্মে যোগদানের পূর্বে এবং কর্মরত অবস্থায় শিক্ষা ইত্যাদি গবেষণার কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

2.2.6. অসুবিধা (Disadvantages)

অনেক কিছু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ফ্ল্যানডার্স-এর তত্ত্বের ত্রুটিও কিছু কম নয়। এই তত্ত্বের অসুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

1. **আচরণের সামগ্রিকতা বর্ণনার অসামঞ্জস্যপূর্ণতা:** এই পদ্ধতি ভাষাভিত্তিক আচরণের উপর মনোযোগ দেয় এবং শ্রেণিকক্ষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অথবা শিক্ষক আচরণের সামগ্রিকতা বর্ণনা করে না। কিছু আচরণ আছে, যেগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সেগুলি সর্বদা উপেক্ষা করা হয়।
2. **অধিক পরিমাণে শিক্ষকের প্রভাব:** এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর প্রধান লক্ষ্য হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষকের প্রভাব বা শিক্ষকের কথা বলার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা। 10 ধরনের আচরণের মধ্যে 7 ধরনের আচরণ 'শিক্ষকের কথা বলা'-র অন্তর্ভুক্ত।
3. **ধাপগুলির সংঘবদ্ধতার অভাব:** এই পদ্ধতিটি পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে কোনো বিষয় শিক্ষণের যে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি থাকে, তাদের সংঘবদ্ধ করে না। ফলে সংশ্লিষ্ট আচরণগুলিকে পর্যবেক্ষক ইচ্ছামতো শ্রেণিভুক্ত করে।
4. **শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার অভাব:** এই পদ্ধতিটিতে 'শিক্ষকের কথা বলা', 'নীরবতা বা বিভ্রান্তি'—এই তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষক কথা বলবে, শিক্ষার্থী কথা বলবে এবং নীরব থাকবে। এই পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আচরণের কোনো জায়গাই নেই।

Scanned with CamScanner

5. **ব্যয়সাপেক্ষ ও শ্রমসাপেক্ষ:** আচরণের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, টালি চিহ্ন দেওয়ার প্রক্রিয়া, ম্যাট্রিক্স গঠন ও ম্যাট্রিক্সের তাৎপর্য নির্ণয় ইত্যাদি এই পদ্ধতিকে সময়, শ্রম, খরচের সাপেক্ষে অমিতব্যয়ী প্রমাণ করে।

6. **অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের অভাব:** এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের শিক্ষণকৃত আচরণগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার ও বিশ্লেষণ করার জন্য একজন দক্ষ, নির্ভরযোগ্য এবং নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের বর্তমানে যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

7. **সমস্ত পাঠে প্রযোজ্য নয়:** এই পদ্ধতি সব ধরনের পাঠে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু নির্দিষ্ট ধরনের কাজ, যেমন—বিজ্ঞানের একটি পরীক্ষার প্রদর্শন, ভাষাতে আদর্শ পাঠ, সমাজবিদ্যাতে ম্যাপ ও চার্ট পড়া ইত্যাদির এই পদ্ধতিতে উপযুক্ত শ্রেণিবিন্যাস খুঁজে পাওয়া যায় না।

8. **আচরণের মূল্যমান বিচারকরণের অপূর্ণতা:** এই পদ্ধতিতে 'শিক্ষকের কথা বলা' ও 'শিক্ষার্থীর কথা বলা' আচরণের বিশ্লেষণ ও বিচার করা হয়। কিন্তু এই শিক্ষণমূলক আচরণগুলি ভালো না খারাপ তার মূল্যমান বিচার করে না।

9. **প্রশ্ন:** এই পদ্ধতির 4 নং শ্রেণি 'প্রশ্ন করা' দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু কী ধরনের প্রশ্ন করা হবে, তা বলা নেই। ফলে তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক বাধা দেখা যায়।

10. **নীরবতা ও বিভ্রান্তি পরস্পর সমান নয়:** এই পদ্ধতিতে একটি মাত্র শ্রেণি আছে, নীরবতা বা বিভ্রান্তি। কিন্তু নীরবতা বা বিভ্রান্তি একই নয়। নীরবতা উদ্দেশ্যমূলক বা উদ্দেশ্যহীন যাই হোক না কেন, তা শ্রেণিবিন্যাস করার কোনো প্রচেষ্টা এই পদ্ধতিতে করা হয়নি।

Scanned with CamScanner